স্তবপুষ্পাঞ্জলি

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
মাতৃবন্দনা	৪
মাতৃভজনা	৫
শিববন্দনা	৬
শ্যাম স্মরণ	৭
হরিগুণ	৮
চারযুগের হরিবন্দনা	৯
শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা	১০
নর্মদা মাতা বন্দনা	১১
হরিবন্দন	১২
রামজপ	১৩
রাসের স্তব	১৪
রাস রঙ্গে	১৫
সুন্দর গোপাল	১৬
সরস্বতীর প্রসাদ	১৭
রামকৃষ্ণ সারদা বন্দনা	১৮
সারদা মা বন্দনা	১৯
বিবেকানন্দ বন্দনা	২০
ধ্যানমগ্ন বিলে	২১
দুখ ভঞ্জন	২২
গুরু নানকজীর ভজন দুখভঞ্জন অবলম্বনে	২৩
কবীরজীর ভজন রাম জপ অবলম্বনে	২৪
যীশুর জন্ম	২৫
প্রার্থনা	২৭
বরদে বর দাও	২৮
পরমচেতন	২৯
সকল তুমি	৩০
আত্মস্বরূপ	৩১
নামের নেশা	৩২
ভক্তির ডালি	৩৩
নিরন্তর শরণাগত	৩৪

BANGLADARSHAN.COM

মাতৃবন্দনা

অভয়পদে মন রেখেছি
আর কি আমার চাই মা,
অন্তরের একটি আকুতি
শুদ্ধাভক্তি দাও মা।

খাওয়া পড়া সামাজিকতা
এটুকু মা হয় হোক,
অন্তরেতে ধনী করো মা
জাগতিক ধন না হোক,
তোমার পদে অচল মতি
এই আমার কামনা।

BANGLADARSHAN.COM

সংসারে রাখলে মা যখন
হবে সব দায়িত্ব পালন,
তোমার ইচ্ছার আমি যন্ত্র
না হয় যন্ত্রণা অকারণ,
তোমার নামের তরী বেয়ে
দিও পদে ঠাঁই মা।

মাতৃভজনা

আনন্দ কাননে আজ পরমানন্দদায়িনী,
অন্নপূর্ণা মাতা তিনি দুর্গে দুর্গতিহারিণী।

অবিমুক্তক্ষেত্রতে তাঁর “চৈত্রন্যময়ী” প্রকাশ,
মহাশক্তির আরাধনায় অম্বিকা রূপে বিকাশ,
না হন করো বশীভুতা অকৌশলে শৈলসুতা,
তিনি ব্রহ্মবিদ্যা আত্মবিদ্যা সর্বতত্ত্বস্বরূপিণী।

দশভুজা দেখো রে সহস্রভুজা রূপিণী,
পরমব্রহ্ম নাদজ্যোতি চিদানন্দরূপিণী।
হে দুর্গতিনাশিনী দুর্গে মা মহিষাসুরমর্দিনী,
তুমি সর্বারাধ্যা, সর্ববিদ্যা, সর্বমোক্ষদায়িনী।

BANGLADARSHAN.COM

শিব বন্দনা

শিবশম্ভু শংকর হর
গৌরীনাথ বিশ্বেশ্বর,
গিরিজাপতি গঙ্গাধর
মোক্ষদাতা মহেশ্বর।
জটাজুট চন্দ্রশেখর
দেবাদিদেব রামেশ্বর,
শৃঙ্গ ডমরু বাঘাম্বর
পন্নগধারী মহাকালেশ্বর।
নিত্য শুদ্ধ শঙ্করায়
সুরগুরু বৈদ্যনাথ,
শুভঙ্কর ভোলা
পশুপতি বিশ্বনাথ।
নমঃ শিবায় শান্তায়
সত্যায় কৈলাশপতি,
প্রণতজন তাপনিবারনম নমঃ।

BANGLADARSHAN.COM

শ্যাম স্মরণ

কোথা আছো শ্যাম তুমি কোন বৃন্দাবনে,
কেন চোখের আড়ালে থাকো গভীর গোপনে,
তোমার মধুর বাঁশি, তোমার মোহন হাসি
তোমার অনন্য সে রূপ,
ধরা দেয় আঁখিপাতে, আনন্দে বেদনাতে
পুরুষোত্তম প্রভু হে অপরূপ।
মাথার মুকুট ‘পরে শোধে শিখিপাখা,
অধরে মোহন বেণু দেহ পীতবাসে ঢাকা,
বঙ্কিম ঠামে বিরাজিত বিশ্বরূপ।

BANGLADARSHAN.COM

হরিগুণ

অলখ নিরঞ্জন সাধো রে মন
কর প্রভু হরি কে ধ্যান,
এক হরি হ্যায় সর্বব্যাপ্ত
অনুস্যূত হরি মে সব প্রাণ।

দৃশ্যমান জগৎ সব হ্যায় হরিময়
সুমিরো হরিকে নাম,
পরম দয়াল হরি সর্বনিয়ন্তা
অন্তিম শরণ গুণধাম।

সগুণ হরি রূপ বিষ্ণু রাম কৃষ্ণ
নির্গুন রূপ অক্ষরব্রহ্ম,
অদ্বৈত ব্রহ্ম হরি পরমপুরুষ
প্রকৃতি প্রাণী সর্ব আত্মা।

BANGLADARSHAN.COM

চারযুগের হরিবন্দনা

বন্দে সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-ধারী,
বন্দে ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র রাবণ সংহারী,
বন্দে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ কংসান্তককারী,
বন্দে কলি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মস্থাপকারী।

বন্দে লক্ষ্মীপতি প্রভু বৈকুণ্ঠবিহারী,
বন্দে সীতাপতি রাঘব অহল্যা উদ্ধারি,
বন্দে রাধামাধব বৃন্দাবনচারী,
বন্দে গদাধর ঠাকুর আগত অবতারি।

বন্দে নারায়ণ চতুর্ভুজ জনার্দন,
বন্দে মঙ্গলকারী বন্দে হে রঘুনন্দন,
বন্দে গিরিগোবর্ধনধারী শ্রীমধুসূদন
হরিস্বরূপ রামকৃষ্ণ করি তব বন্দন।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা

ব্রজরাজ হৃষিকেশ,
নীল অঙ্গ পীতবাস,
লয়ে মুরলী বাঁকা ঠামে,
শ্রীরাধা বিরাজে বামে,
শিখিপাখা ধরি শিরে,
কস্তুরী তিলক ললাট পরে,
অঙ্গ লেপিত হরিচন্দনে,
সুমধুর বংশী বাদনে,
প্রভু পিতা সখা বন্ধু
গুরু মাতা কৃপাসিন্ধু
অপরূপ দিব্য চরণে,
যাচি স্থান জন্ম মরণে।

BANGLADARSHAN.COM

নর্মদা মাতা বন্দনা

জলময়ী তোয় মূর্তি মাতা নর্মদা,
জ্যোতির্ময়ী দিব্য সত্তা দর্শনে মোক্ষদা,
সর্বসিদ্ধিপ্রদা মাতা শিব আত্মজা,
তেজময়ী কুমারী দেবী সিদ্ধ ক্ষেত্রজা।
নর্মদে হর ধ্বনি দিয়ে পরিক্রমার শুরু,
তব ক্ষেত্র তুমিই নিত্যা, তুমিই সিদ্ধ গুরু।
কৃপাময়ী দিব্য রূপা শিবতেজসম্ভুতা,
করুণারূপিনী দেবী নীর রূপে বহতা।
তিতিক্ষাক্ষেত্র সেবা ত্যাগ তপোভূমি,
সনাতন ভারতাত্মা চরণ মাতঃ চুমি।

BANGLADARSHAN.COM

হরিবন্দন

হরি বন্দন করো রে মন
হরি বন্দন করো,
হরি প্রাণের প্রাণ, হরি প্রাণারাম
হরিদর্শন আশ হৃদে ধরো।

হরি ব্যাপ্ত সারা ব্রহ্মান্ডে
হরি আছেন সব দেহ ভান্ডে
কৃষ্ণতে সৃষ্টি, হরিতে লয়,
হরি রূপ জগৎ সব হরিময়
হরি নাম অন্তরে জপ করো।

কায়া মায়া ত্যাজি সব ভয়
করো হরির ভজন,
হরিনাম জপন, হরিনাম কীর্তন
হরিরূপ জাগরণে শয়নে দর্শন,
হরি চরণারবিন্দ রূপ ধরো।

BANGLADARSHAN.COM

রামজপ

রাম জপ মন এমনি এমনি,
ধ্রুব প্রহ্লাদ জপেছে হরি যেমনি,
দীনদয়াল ভরসা তোমারই,
সপরিবারে শরণাগতা রাম এরই।
রাম বল রাম প্রভু রাম.....

যখন তুমি তুষ্ট হও হে প্রভু,
তোমার কৃপায় পথ দেখাও বিভু,
সবার নাওকে তুমিই চালাও,
আর সকলকে ভবসাগর তরাও,
গুরুকৃপায় জ্ঞান লাভ হয় নিত্য,
যা দিয়ে জন্মান্তর হয় শেষ সত্য,
কবীর বলেন, কর ধ্যান বাণী তাঁর,
সচেতন হও সেই সর্ব নিয়ন্তার,
এখানে এবং এখানের পরে
সর্বদাতা সেই রাম সবার হে।
রাম বল রাম প্রভু রাম.....

BANGLADARSHAN.COM

রাসের স্তব

রাধিকারমণ শ্যাম নটবর,
রাধাগোবিন্দ ঘনশ্যাম,
জয় মুরলীধর, রূপ মনোহর,
জয় মাধব রাধেশ্যাম। (আখর)

পরমপুরুষ শ্যাম, রাধা পরমাপ্রকৃতি
যুগল মুরতি হেরি বিভোর এ মতি।
বৃষভানুদুলারী সহ নন্দকিশোর,
রাস রচে গোপীজন চিত্‌চর।
কুঞ্জবন মাঝে রাজকিশোর,
রাধিকা সঙ্গ দোলে আনন্দ বিভোর।
বাঁশরী পীতবাস মুকুটমোর,
যমুনা তটে রচে হিন্দোর।
তালতমালমূলে রাই-নটবর,
দিব্যযুগল হেরি পূরণ অন্তর।
গোপিনীসঙ্গ রাধা-গিরিধর,
মঙ্গল কানু-রাধে স্নিগ্ধ চরাচর।
নীল যমুনা কিনারে কেলি কদমতল,
অপরূপ শোভা নিত্য রাসমণ্ডল।
মঙ্গল দিব্য রাসস্থল,
ধন্য ব্রজবাসী পুত যমুনা জল।
রাইকিশোরী-শ্যাম মঙ্গল আরতি,
পদরেণু করো মোহে এহি বিনতি।

BANGLADARSHAN.COM

রাস রঙ্গে

বিরজ ধামে রাধিকা বামে
ত্রিভঙ্গ ঠামে বনওয়ারী,
পীতবাস অঙ্গে হাসত রঙ্গে
মোরমুকুট শিরে গিরিধারী।
গোপীজনবল্লভ কুলমণি যাদব,
মুকুন্দমাধব গোবিন্দ গোপাল,
শ্রীরাধারমন গোপীজনপ্রাণধন,
যশোদানন্দন লোকপাল।
ঝুলত নন্দলাল গোকুল কৃপাল
মুকুন্দমাধব বংশীধারী,
নীলবসনা রাধিকে রসরাজ আরাধিকা,
রাস রচে যুগল মুরতিধারী।
রাইকিশোরী কৃষ্ণ মঙ্গল মুরতি,
মোহে কর পদরেণু অকুল বিনতি।

BANGLADARSHAN.COM

সুন্দর গোপাল

চিতচোরা যশোদাদুলাল
নবনীত চোরা গোপাল
গোপাল, গোপাল,
গোবর্ধনধারী গোপাল
মধুর মুরতি নন্দকে লাল
বংশীধারী সুন্দর গোপাল
গোপাল, গোপাল,
বৃন্দাবনচারী গোপাল।

রসরাজ নটবর শ্যামলাল
দেবকীনন্দন গোপাল
গোপাল, গোপাল,
রাসবিহারী গোবিন্দ গোপাল
গোকুলকে গোপ কৃষ্ণবাল
বলরাম অনুজ গোপাল
গোপাল, গোপাল,
নটঘট বাল গোপাল।

BANGLADARSHAN.COM

সরস্বতীর প্রসাদ

আজকে সরস্বতীর আরাধনা, তিথি শ্রীপঞ্চমী,
বাগদেবীর আরাধনা, বিদ্যারূপিণীকে প্রণমি।
তোমার আশীর্বাদে হয়েছে যা জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি,
যেটুকু পারি লিখতে মাগো তোমার দেওয়া সিদ্ধি।
যেটুকু আয়ত্ত কলাবিদ্যার আঁকা, লেখা আর গান,
সবই তোমার কৃপায় মাগো, তোমার যে সে দান।
যেটুকু শুভ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, শুদ্ধ বোধের উন্মেষ,
তোমারই কৃপায় প্রাপ্ত মাগো, মননের অভিনিবেশ।
শ্বেতপদ্মাসিনা দেবী শ্বেত পুষ্পে শোভিতা,
পলাশপ্রিয়া দেবী, তুমি ব্রহ্মবাদিনী মাতা।
তুমি গুরুরূপে মাতঃ চক্রেতে বিরাজিতা আমার,
কী গুণে মা পেলাম কৃপা, বেদরূপিণী তোমার।
তোমার প্রতি নিয়ত মা প্রণত এই চিত্ত,
দিও আজীবন এমনই অপার্থিব এই বিত্ত।
দান করেছো যে প্রসাদ মাগো সেই পরমানন্দ,
সারাজীবন জুড়ে মাগো দিও দিব্য আনন্দ।

BANGLADARSHAN.COM

রামকৃষ্ণ সারদা বন্দনা

রামকৃষ্ণ কল্পতরু মহিরুহ, জগদীশ ঈশ্বর
লীলাসঙ্গিনী মা সারদা, জগতজননী সবার
মানস সরোজে শ্রীরামকৃষ্ণ পরম হংস বিরাজ
জগদীশ ঋষিকেশ যুগে যুগে তুমি যে রাজ
অনাথের নাথ ঠাকুর তুমি দাতা তুমি ত্রাতা,
তব শক্তিরূপা সারদা দেবী, সকল জীব পরিত্রাতা।

BANGLADARSHAN.COM

সারদা মা বন্দনা

এসো মা সারদে, বরদে, মোক্ষদে
এসো মা জগৎজননী,
এসো মা সৎ অসতের মা
রামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গিনী।
সচ্চিদানন্দ মানস সরোজে
জাগো মা অভয়দায়িনী
পূর্ণ কর প্রজ্ঞা জ্যোতিতে
পুণ্য মুরতি আঁধার নাশিনী,
জীবের ত্রিতাপ হরিতে মা সর্বদা
তুমি চিরকল্যাণদায়িনী
তোমার অমৃত নাম সম্বলে অশুভ নাশিনী
পরমা পরশমণি
তোমার কটাক্ষে প্রলয় সংঘটন কখনো
তুমি মা ভবতারিণী
হে মহাযোগিনী জগবন্দিনী চিন্তামণি
চিৎবিলাসিনী চিৎপ্রভাস দামিনী
তোমার মমতা আঁচলে জননী হরণ করো
মাতঃ ত্রিতাপহারিনী
যুগে যুগে দেবী সুতে কৃপা করো দিও
তব রাঙা পদ তরণী।

BANGLADARSHAN.COM

বিবেকানন্দ বন্দনা

শ্রীরামকৃষ্ণ মানসপুত্র বিশ্বনাথ ভুবনেশ্বরী সুত,
শিকাগো ধর্মসভায় করলে ভারতকে সম্মানিত।
ভুলি নাই হে শিবস্বরূপ যোগী তোমার অমৃত দান,
তোমা হতে প্রভু এ ভারতভূমি মহত মহিয়ান।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তুমি অনন্য অতুলনীয়,
জগতের মাঝে আপন গুরুকে করলে বরণীয়।
রামকৃষ্ণ সারদা মহিমা জানতাম আর কে কবে?
তোমার বাণীতে, আচরণে তাঁরা জাগ্রত এই ভবে।
আপন সাধন ত্যাগের প্রকাশে জীবন উদ্ভাসিত,
সঙ্গীতে চেতনায় তোমার বিশ্ব যে অভিভূত।
তোমার শক্তিবলের প্রকাশ রামকৃষ্ণ মিশন,
ত্যাগ, সেবা মন্ত্রে যাঁরা নিয়োজিত প্রতিক্ষণ।
ভারতের যুবসম্প্রদায় তোমাতে অনুপ্রাণিত,
অজ্ঞানের আঁধার ঘুচিয়ে কর অন্তরাত্মা জাগ্রত।

BANGLADARSHAN.COM

ধ্যানমগ্ন বিলে

ধ্যান করার খেলা শুরু
সকল শিশু মিলে,
আসল ধ্যানে মগ্ন ছিলো
কেবল ছোট্ট বিলে।

গাছের তলায় যখন তিনি
মগ্ন গভীর ধ্যানে,
নাগরাজ বের হলেন
তাঁর দর্শনে।

পালালো সব সঙ্গী শিশু
ডাকলো বিলেকে,
তিনি তখন ধ্যানে বসে
ঘোরেন তারার লোকে।

BANGLADARSHAN.COM

দরশ শেষে নাগরাজ
গেল নিজের পথে,
নয়ন মেলে দেখে বিলে
কেউ নেই তার সাথে।

দুখ ভঞ্জন

দুখভঞ্জন তোমার নাম প্রভু
দুখভঞ্জন তোমার নাম,
অষ্ট প্রহর আরাধিয়ে
পূর্ণ সদ্গুরু নাম।

জীবন্ত ঘটে বসে পরব্রহ্ম
সেই সুন্দর তুমি রও,
যমের দুয়ারে তুমি দাঁড়িয়ে
রসনা হরি গুণ গাও।

সেবা সুরত না আমি জানি
জানি না আরাধনা তোমার,
ওই যে ঘটে জগ জীবন মোর
অগম্য অগাধি ঠাকুর আমার,
রয় যদি কৃপা গোসাঁই তোমার
না রহে শোক সন্তাপ,
তাতেই বহু পাপ ক্ষয় হয়ে
সদ্গুরু জগৎ ব্যাপ।

গুরু নারায়ণ দয়া কর গুরু
গুরু কৃপাল সৃজনকারী,
গুরু তুষ্টে সব কিছু প্রাপ্তি
জন নানক সদ বলি তারি।

BANGLADARSHAN.COM

গুরু নানকজীর ভজন দুখভঞ্জন অবলম্বনে

দুখভঞ্জন তেরো নাম জী
দুখভঞ্জন তেরো নামু
আটপ্রাহর আরাধিয়ে
পূরণ সদ্গুরু জ্ঞানু।

জিতু ঘটি বাসি পার ব্রহ্ম
সোই সুহাবা থাউ
যম কঙ্করু নেড়ি না অবই
রসনা হরি গুণ গাও

সেবা সুরতি না জানিয়া
না জানে আরাধী
ঔটি তেরি জপ জীবনা মেরে
ঠাকুর আগম আগাধী

BANGLADARSHAN.COM

ভয়ে কৃপাল গুসাইয়া
নঠে শোগ সন্তাপ
ততী বাউ না অবাদী
সৎগুরু রাখে আপি

গুরু নারায়ণ দায়ো গুরু
গুরু সচা সিরজান হারু
গুড়ি তুঠে সব কুছ পাইয়া
জন নানক সদ্বলিহারু।

কবীরজীর ভজন রাম জপ অবলম্বনে

রাম জপ জিয়া আয়সে আয়সে
ধ্রুব প্রহ্লাদ জপিও হরি যায়সে
দিন দয়াল ভরোসে তেরে
সব পরিয়ার চড়াইয়া বেরে।

জো তিসু ভাবৈ সা হুকুম মানাবে
ইস বেরে কৌ পার লঘাবে।
গুরু পরসাদি ঐসি বুধি সমানি
চুকি গায়ি ফিরি আবন ন জানি।
কহে কবীর ভজো সারিগপানি
উরবাড়ি পার সভ একো দানি।

BANGLADARSHAN.COM

যীশুর জন্ম

বেথেলহেমে বহুদিন আগে
পবিত্র বাইবেল মতে,
মেরিপুত্র যীশু খ্রিস্ট ক্রিসমাসের
দিন এলেন ধরাতে।

শোনো দেবদূতেরা গাইছে আজ
এক নতুন রাজার হল জন্ম,
আর মানুষ বাঁচবে চিরকাল
এই ক্রিসমাস দিনের জন্য।

মেষপালকেরা রাত্রে ভেড়া দিচ্ছিল পাহারা
তারা দেখল এক নতুন উজ্জ্বল তারা
বহুদূর থেকে ভেসে আসা
সমবেত সঙ্গীত শুনল তারা।

BANGLADARSHAN.COM

শোনো দেবদূতেরা গাইছে আজ
এক নতুন রাজার হল জন্ম,
আর মানুষ বাঁচবে চিরকাল
এই ক্রিসমাস দিনের জন্য।

যখন জোসেফ আর তার স্ত্রী মেরি
বেথেলহেমে সে রাত্রে এল,
ওই শিশুর জন্ম দেওয়ার জন্য
কোনো ঘর খুঁজে না পেল।

শোনো দেবদূতেরা গাইছে আজ
এক নতুন রাজার হল জন্ম,
আর মানুষ বাঁচবে চিরকাল
এই ক্রিসমাস দিনের জন্য।

অনেক খুঁজে তারা পেল একটা কোণ

এক আস্তাবলের এক ধারে,
সেখানে এক জাবনা পাত্রে
মেরির পুত্র জন্মাল তার ভেতরে।

শোনো দেবদূতেরা গাইছে আজ
এক নতুন রাজার হল জন্ম,
আর মানুষ বাঁচবে চিরকাল
এই ক্রিসমাস দিনের জন্য।

BANGLADARSHAN.COM

প্রার্থনা

ঈশ্বর দূত প্রভু যীশু তুমি অহিংসার পূজারী,
বাণীতে ঝরে দিব্য প্রেম, সমান নর নারী।
দয়া ধর্ম শেখাতে মানবে, এসেছিলে এ ধরায়,
না বুঝে মানব তব মহিমা, তোমাকে ফেরাল হেলায়।
আজও সেই ভুলে কাঁদে মানবতা, সভ্যতা বিপন্ন
দিয়ে অমৃতবাণী, অহিংসা, প্রেম, কর ধরাকে ধন্য।
এসো একবার, মলিন এই ভবে, দাও অমৃত দীক্ষা,
শিখুক মানুষ সেবা, অহিংসা, শিখুক ত্যাগ, তিতিক্ষা।

BANGLADARSHAN.COM

বরদে বর দাও

চাই না মা বিলাস ব্যসন, চাই না মা বৈভব,
দাও অন্তর আলোকিত করে, তব দর্শন মহাভাব।
চাই না মা গৃহ যান সকল, চাই না অপরিমেয় ধন,
দাও মা ভক্তি, মোক্ষ, শক্তি, দিও মা অনন্ত সমর্পন।
যা কিছু কর্ম বাকী আছে করো তার সুষ্ঠু সংঘটন,
ওমা বরদে সারদে শুভদে, দাও মা তব রাঙা চরণ।
সংসার কর্ম সমাধা হয়ে টেনে নিও তব স্নেহ ক্রোড়ে,
অজ্ঞাননাশ করে দিয়ে দেবী, ভাসাও জ্যোতিসাগরে।
সচ্চিদানন্দ মানস সরোজে তুমি মা সদা প্রকাশিতা,
শিরে দাও মা অভয় হস্ত, হও অন্তরে উদ্ভাসিতা।
তোমার দ্বারে হাত পেতে মা দাঁড়িয়ে আছে কতজন
সবার কিছু চাই মা কারো সম্পদ, ওষুধ, গৃহ, সন্তান।
আমারও আছে চাওয়ার তোমার কৃপা অবলম্বন,
রাজদুয়ারে হাত পেতে মা চাই না পার্থিব রতন।
আমায় দাও মা শুদ্ধা ভক্তি, দাও মা নিঃশর্ত সমর্পন,
দাও মা আমায় মোক্ষ মুক্তি, দাও দিব্য অরূপরতন।

BANGLADARSHAN.COM

পরমচেতন

কথার ভাঁজে ভেসে ওঠে কতই অভিমান,
অন্তরে লুকোনো সেসব খুবই সংগোপন।
বুকের খাঁজে আছে জমে তোমায় দেখার আশ,
তুমিই জীবনাধার আমার, তুমি শ্বাস প্রশ্বাস।
কখনো চোখ বুজলে তোমায় পাই অন্তরেতে,
কেন ধরা দাও না ওগো বাহির আঁখিপাতে?
নির্লিপ্ত নির্বেদ আমায় করছো অহর্নিশ,
নিরাশক্তি ঘিরে ধরে অতৃপ্তির বিষ।
সংশয় তিমির মাঝে তুমিই যে গো গতি,
প্রেম আবেশে তোমার মানস পূর্ণ জগপতি,
স্থির মনের স্থির সে প্রাণে তুমিই যে স্পন্দন,
তোমার মাঝেই মুক্তি লেখা, তোমাতেই কম্পন।
বিশ্বমাঝে সকল প্রাণের উৎস যে চেতন,
সেই যে আমার পরম চেতন, সব সাধ্য সাধন।

BANGLADARSHAN.COM

সকল তুমি

তোমার কাছে জগৎপিতা কেবল পাতি হাত,
সকল বাসনা মনের মাঝে ওঠে যা দিনরাত,
চাই কেবল পার্থিব ধন,
না যাচি অরূপরতন,
চাই না তোমায় মিলিয়ে নিতে আপনার মাঝে,
সারা জীবন কেটে গেল অকাজেরই কাজে।

জ্ঞানপাপী জানি আমি তোমাতেই সব নিহিত,
তোমা হতেই সৃজন পালন, তোমাতেই রক্ষিত।
তোমায় পেলেই সকল পাওয়া,
তোমাতেই লয় সকল চাওয়া,
কেন তবু তোমায় পেতে বিভ্রান্ত এ হৃদয়,
একমুখী হোক তোমায় পেতে এমনি যেন হয়।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি আছো জীবন মাঝে সকল কাজে মিশে,
তুমি আছো সকল ধর্ম সকল খেলার শেষে,
অন্তরের অন্তরতম,
আত্মস্বরূপ আত্মা মম,
গুরু বন্ধু, সখা তুমি তুমি পিতা মাতা,
তুমি আমার জীবনপ্রভা, তুমি যজ্ঞ হোতা।

আত্মস্বরূপ

আমি নই ধর্ম, নই অধর্ম, নই আমি পাপ, নয় পুণ্য
নেই আমি মন্দিরে, নই কেউ অন্য
নই আমি মন, নই প্রাণ, নই বুদ্ধি, নই অহংকার
নই ইন্দ্রিয়, নই পঞ্চভূত, নই মেঘ, নই আমি রোদ্দুর
নই দেব, নই দেবী, নিয়ত সাক্ষী আমি সর্ব কর্মে
সুখদুখ শোকতাপ কিন্তু লিপ্ত নই কোনো কর্মে,
আছি আমি রূপে রসে স্পর্শে ও গন্ধে
জীবনের অঙ্গে আছি বিচিত্র স্বাদে
আমায় খুঁজো না কেউ বহিরঙ্গে
আমি সেই আত্মা তোমার, আছি সদা সঙ্গে
নির্লিপ্ত অজর, খোঁজ আমায় অন্তরঙ্গে
পথ দেখবে আমার আলোর বিভঙ্গে
আমি আছি বিশ্বাসে, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
বাসনা ত্যাগ করে আমাকে খোঁজ যদি
চঞ্চল প্রাণ স্থির কর তুমি নিরবধি
আমি দুরূহ অতি সাধনায় লব্ধ
আমি নিরাকার, নিঃসীম, নিঃশব্দ
অচেতন তোমার আমিই চৈতন্য
আমাকে ছোঁয় না কোনো দৈন্য
আত্মা আমি সচ্চিদানন্দ
আত্মমগ্ন আমি চির আনন্দ
আমিই তোমার আত্মগুরু আত্মস্বরূপ
আমি জ্যোতিস্বরূপ মিশে আছি অন্তররূপ।

BANGLADARSHAN.COM

নামের নেশা

তোমার নাম বলি দেবী কতই যে ছলে,
কভু পূজার মন্ত্রে কভু নিভৃত তলে।
ডাকি বিনা আশায়, বলি বিনা ভাষায়,
বলি মুখের হাসিতে ডাকি চোখের জলে।
বিনা প্রয়োজনে কভু ডাকি তোমার নাম,
সেই নামেতে পূর্ণ হবে সকল মনোস্কাম।
নামের নেশায় ডাকে, সুত যেমন মাকে
বলতে পারে আবেশেতে মায়ের নাম সে বলে।

BANGLADARSHAN.COM

ভক্তির ডালি

হরেক উপকরণে সাজানো যে ডালি
আছে সেথায় নানা পুষ্প বহু রঙের লালি,
তোমার পুজোর আরতি যে চন্দ্র তারা জ্বালি,
নানা অর্ঘ্যে থরে থরে তোমার পুজোর থালি।
নৈবেদ্য স্থান পায় যে কতই নানা ফল,
আছি ধূপ-দীপ-চামর, ঘটভরা যে জল,
আছে অনেক পুষ্পমালা, আছে পাঁজির যোগ,
সবার মাঝে বিরাজে সে যে দৈব সংযোগ।
কত জনে দেয় যে তোমায় বিবিধ দীপ কমল,
আমি সেথায় অধম অনাথ, কি আর দেব বল?
হৃদয়ে মোর তোমার তরে অচল আসন পাতা,
তোমার কাছে মাগি শুধুই চিত্ত নির্মলতা,
নির্বাসনা করো মোরে দিও শুদ্ধাভক্তি,
তোমার মাঝে অন্তিমে মা, হয় যেন গো মুক্তি।
চাই না সপ্তস্বর্গ, আমার চাই না মোক্ষফল,
চাই না ধরায় ঐশ্বর্য মা, করো অনসম্বল।
তোমার ছায়ায় তোমার দয়ায়,
তোমারে সুরের ঝর্ণা তলায়,
তোমার কৃপা দৃষ্টি পরশে,
তোমার স্নেহের সুধারসে, রেখো আমায় ভরে,
তোমার কৃপার অমৃতের স্বাদ,
দূর করুক সকল বিষাদ,
তোমার কোমল রাঙা চরণ, বাঁধুক প্রেমডোরে।

BANGLADARSHAN.COM

নিরন্তর শরণাগত

শরণাগত হতে চায় সমর্পিত চিত্ত,
চায় না সে পার্থিব ধন, না চায় অপার বিত্ত।
প্রেমের ঠাকুর প্রাণের টানে যদি আসে দ্বারে,
অভ্যর্থনা করতে চায় শুদ্ধ নির্মল অন্তরে।
চিত্ত করে নির্মল, শুদ্ধ করে অন্তর,
রেখো প্রভু তব চরণে দেখা দিও নিরন্তর।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥